Edit with WPS Office

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নোত্তর - চতুর্থ পর্ব শিক্ষাবর্ষ- ২০১৯ - ২০২০

বিষয়: সংলাপ ও খুদে গল্প

⭕ নমুনা প্রশ্ন ১। ফেসবুক এর ভালো-মন্দ বিষয়ে দুই সহপাঠীর সংলাপ রচনা করো।

(যে কোন বিষয়ে সংলাপ রচনার জন্য দুজন ব্যক্তির নাম বা প্রথম বন্ধু, দ্বিতীয় বন্ধু নাম দিয়ে সংলাপ বা কথোপকথন রচনা করা যায়। উত্তরে অবশ্যই এর ভালো ও মন্দ দিক তুলে ধরতে হবে এবং মন্দ দিকটি থেকে প্রতিকারের উপায় আলোচনায় আনতে হবে)

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর:

সুমন: কেমন আছো লাবণী?

লাবণী: ভালো আছি। তুমি কেমন আছো। করোনাকালে লকডাউনের দীর্ঘ সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ তাই করো সাক্ষাৎ নেই। সবার কথা মনে পড়ছে।

সুমন: আসলে ঠিক বলেছো। পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে তার প্রতীক্ষায় আছি। প্রতিষ্ঠান খুললেই পরীক্ষা। তাই তোমার প্রস্তুতি জানতে করলাম।

লাবণী: আমি প্রস্তুতি নিয়ে যাচ্ছি। অন্যদের অবস্থা ফেসবুকের সুবাদে কমবেশি জানা যাচ্ছে।

সুমন: ঠিক বলেছো এই অবরুদ্ধ পরিস্থিতিতে ফেসবুক পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্র যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে।

লাবণী: স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও সশরীরে উপস্থিত হয়ে সবার খোঁজ খবর নেয়া সম্ভব নয়। ফেসবুক এর মাধ্যমে সবার পরিস্থিতি সহজেই জানা যায়।

সুমন: দীর্ঘদিন খোঁজ নেই এমন অনেক সহপাঠী বা বন্ধুদের খুঁজে পাওয়া যায়। নাম, স্কুল,কলেজ ও ছবি মিলিয়ে খুঁজে নেয়া যায়।

লাবণী: আজকাল ফেসবুকের সামাজিক সচেতনতামূলক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ক পোস্ট মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে। দুর্যোগ-দুঃসময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানুষ এগিয়ে আসছে।

সুমন: ঠিক বলেছো। কিন্তু মাঝে মাঝে উদ্ভট, আজগুবি, মিথ্যা তথ্য দিয়ে ফটো এডিটিং এর মাধ্যমে এমন সব অন্ধ ধ্যান-ধারণাকে সত্যর মতো করে প্রচার করা হচ্ছে তা মানুষকে বিপজ্জনক পরিণতির নিয়ে যাচ্ছে।

Edit with WPS Office

লাবণী: ঠিক বলেছো। এই করোনাকালেই আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। ডোবার কালচে পানি নিয়ত করে খেয়ে করোনা রুগী ভালো হয়েছে এমন গুজব ছড়ানোর পর মানুষের ঢল দেখে বোঝা যায় এই মাধ্যমটি কতোটা ভয়ন্কর রূপ নিতে পারে।

সুমন: হ্যা, পোস্টটি ভাইরাল হয়েছিল। যদিও ফেইক একাউন্ট থেকে পোস্ট করেছিল কিন্তু পুলিশ পোস্ট দাতাকে খুঁজে গ্রেফতার করেছে এবং আইটি আইনে মামলা করে জেলে পাঠিয়েছে।

লাবণী: এই দুষ্টচক্র থেকে সাবধান থাকতে হবে এবং এদের ব্যাপারে তথ্য দিয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তা করতে হবে। যোগাযোগ করার জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। স্বাস্থ্যবিধি মেনে সাবধানে থেকো। শুভকামনা রইলো।

সুমন: তোমাকেও ধন্যবাদ।

⭕ নমুনা প্রশ্ন ২। নারী শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে বাবা ও মেয়ের সংলাপ রচনা করো।

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর:

বাবা: কাজল, তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে?

কাজল: জি, বাবা, আমি আমার সাধ্য মতো প্রস্তুতি নিচ্ছি। দোয়া করবেন, আমি যেন পরিবার ও সমাজের মুখ উজ্জ্বল করতে পারি।

বাবা: ঠিক বলেছো, নারীরা শিক্ষায় এগিয়ে গেলে দেশ এগিয়ে যাবে। কারণ সব নারীই সংসারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তেমন তোমার দাদি মানে আমার মা, আমার শিক্ষার তদারকি করেছেন বলে আজ আমি সফল।

কাজল: কিন্তু পুরুষরাইতো নিয়ন্ত্রণ করছে সমাজ। গ্রামীণ সমাজপতিরা নারী শিক্ষার বিপক্ষে অবস্থান করে নিরুৎসাহিত করে বা ঠেকিয়ে দেয়।

বাবা: ঠিক বলেছো, আমার বড় বোন যখন কলেজে পড়তো তখন গ্রামের মোড়ল আমার মাকে বলতো, মেয়েরা পড়াশোনা করে কি লাভ। মেয়েরা বাইরে যাওয়া বেশরিয়তি কাজ। অথচ ডাক্তার হওয়ার পর অসুস্থ মোড়ল তার কাছেই ছুটে আসে।

কাজল: বাবা, শিক্ষা নারীকে সচেতন করে তোলে। নারীকে ভালো- মন্দ বোঝার ক্ষমতা দেয়। শিক্ষিত নারী দেশও জাতি গঠনে ভূমিকা রাখে।

বাবা: হ্যাঁ, একজন শিক্ষিত মা সন্তানের সঠিক বিকাশের প্রতি সচেতন থাকেন। সন্তানকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। তাই নারী শিক্ষার গুরুত্ব রয়েছে।

কাজল: ঠিক বলেছো বাবা, একজন শিশুর মধ্যে একটি সুন্দর জাতির ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে। তাই জাতি গঠনে শিক্ষিত মায়ের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

বাবা: এই জন্যই সরকার নারী শিক্ষার প্রসারের উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। সম্প্রতি প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা সততা ও নিষ্ঠার নজির তৈরি করেছে।

Edit with WPS Office

কাজল: হ্যাঁ বাবা, সরকারের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তবে নারীরা নিজেরাও সচেতন হতে হবে। কারণ বল্য বিবাহের কারণে অনেক সম্ভাবনাময় নারী শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে পড়ছে। এই সমস্যা প্রতিরোধে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

বাবা: আমি তোমার সাথে সহমত পোষণ করছি এবং এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকবো।

কাজল: ধন্যবাদ বাবা, ভালো থেকো।

বাবা: তোমার জন্য শুভকামনা রইলো।

⭕ নমুনা প্রশ্ন:৩।বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই সহপাঠীর সংলাপ রচনা করো।

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর:

পলাশ: শুভ সকাল, বন্ধু শিমুল কেমন আছো।

শিমুল: বন্ধু তোমাকেও শুভ সকাল। আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছো।

পলাশ: শিমুল একটা বিষয় খেয়াল করলাম, দিন দিন সবুজ অরণ্য হারিয়ে যাচ্ছে। এখন এই ভোরের আলোয় গাছের সবুজ পাতা গুলো মায়াবী রং ছড়াচ্ছে। বিশুদ্ধ বাতাসে প্রাণভরে দম নিচ্ছি। কিন্তু বন উজাড় করে মানুষ যে হারে ঘরবাড়ি স্থাপনা নির্মাণ করছে তাতে অক্সিজেন সংকটেই দম ফুরিয়ে যাবে।

শিমুল: ঠিক বলেছো এই পৃথিবীর অক্সিজেনের কারখানা হলো সবুজ গাছপালা। মানুষ সুস্থ থাকতে হলে অবশ্যই এই গাছকাটা বন্ধ করতে হবে।

পলাশ: শুধু কি তাই, বৃক্ষ ভূমি ক্ষয়রোধ করে পাহাড় ধস ও নদী ভাঙন থেকে রক্ষা করে।

শিমুল: শুধু ভূমিক্ষয় ও নদী ভাঙন রোধ করে তা নয়। বৃষ্টিপাতের ঘটনোর মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যকারণ যোগসূত্র রয়েছে।

পলাশ: মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য স্থলভাগের ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা

প্রয়োজন। অথচ আমাদের দেশে রয়েছে মাত্র ১৭ ভাগ বনভূমি। আবার তাও যতদিন যাচ্ছে তত বন উজাড় হচ্ছে। কেউ কেউ সচেতনভাবে মুনাফার লোভে বন ধ্বংস করে যাচ্ছে।

শিমুল: সত্যি বৃক্ষের অফুরন্ত অবদানের কথা শুধু মুখে বলেই শেষ করা যাবে না। বৃক্ষ নিধনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

পলাশ: আর এক্ষেত্রে আমাদের তরুণ সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সবার মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হতে হবে।

শিমুল: সবার কাছে এই শ্লোগান পৌঁছে দিতে হবে-" বেশি বেশি গাছ লাগাবো, পরিবেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করবো।

পলাশ: তুমি ঠিক বলেছো। আমাদের সবাইকে পরিবেশ বাঁচাতে এগিয়ে আসতে হবে।

Edit with WPS Office

আজ আসি, অন্যদিন তোমার সাথে বসবো। কিভাবে সামাজিক বনায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বৃক্ষ রোপন অভিযান পরিচালনা করা যায়। শুভকামনা রইলো।

শিমুল: তোমাকেও ধন্যবাদ।

⭕ নমুনা প্রশ্ন:৪। মনে কর, তোমার নাম পল্লব, তোমার বন্ধুর নাম তিতাস। সম্প্রতি তুমি গ্রীষ্মের ছুটিতে জাতীয় জাদুঘর গিয়েছো, এই সম্পর্কে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা করো।

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর:

পল্লব: শুভ সন্ধ্যা, কেমন আছো তিতাস? আজ যে কারণে তোমাকে স্মরণ করছি, তা হল তোমার মতো আমারও খুব ভালো লেগেছে জাতীয় জাদুঘর ঘুরে। এই ভালো লাগা বিষয়টি তোমাকে না জানালেই নয়।

তিতাস: ধন্যবাদ পল্লব, আজই তোমার আসার কথা ছিলো। এসেই আমার সাথে যোগাযোগ করেছো তাই আমি কৃতজ্ঞ। তো কেমন দেখলে?

পল্লব: যা দেখলাম তা তো একদিনে বলে শেষ করা যাবে না। তবুও মনের আনন্দটা ও অভিজ্ঞতা তোমাকে জানাতে চাই।

তিতাস: ঠিক আছে বলে যাও। এই ছুটিতে তুমি কোথায় কাটালে তা জানতে ইচ্ছে করছে। আমার তো গ্রামের বাড়িতে যাওয়া হয়নি। চাচাতো ও মামাতো ভাই বোনরা সবাই বেড়াতে এলো। তাদের নিয়ে চট্টগ্রামের দর্শনীয় স্থান সমূহ ঘুরে দেখালাম। বেশ ভালোই কেটেছে।

পল্লব: ঢাকায় অনেক বার গিয়েছি। তবে মামা ঢাকার বাইরে থাকায় এই যাত্রায় ঢাকাতেই ঘুরে বেড়ানো হলো। আমি আর আমার মামাতো ভাই মিলে জাতীয় জাদুঘরে গিয়েছিলাম। এখানে ঘুরতে গিয়ে দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে আমার অনেক অভিজ্ঞতা হলো। আমারা আমাদের সঠিক ইতিহাস জানতে চাইলে অবশ্যই জাতীয় জাদুঘর আসতে হবে। বইয়ের জানা ইতিহাস গুলোর সাথে যোগাযোগ সহজ করতে জাদুঘর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

তিতাস: শুনে ভালো লাগলো। আমার এখনও জাতীয় জাদুঘর যাওয়া হয়নি। আগামী ছুটিতে যাবো। তার আগে তোমার অভিজ্ঞতা আমার কাছে লাগবে।

পল্লব: আমি অবাক বিস্ময়ে দেখলাম আমাদের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতভাবে সজ্জিত যুগের স্মারক গুলো। আমাদের ঐতিহ্যের ধারক,ব্যবহার্য সামগ্রী, মোগল সম্রাট ও বিভিন্ন শাসকদের ব্যবহার্য খাট, পালং, হাতির দাঁতের শীতল পাটি, বাঙালির আদি ইতিহাস ও ঐতিহ্যবাহী কাঠের তৈরি জিনিসপত্র এখানে সংরক্ষিত আছে। এসব দেখে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম।

তিতাস: এ কারণেই জাদুঘরকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের আকর বলা হয়। সুযোগ পেলে অবশ্যই ঘুরে আসবো।

পল্লব: তোমাকে ধন্যবাদ। তবে আজ আসি। ভালো থেকো।

তিতাস: ঠিক আছে। আবার দেখা হবে। ভালো থেকো।

Edit with WPS Office

⭕ নমুনা প্রশ্ন ৫। প্রদত্ত উদ্দীপকের আলোকে ' সততা ' নামে একটি খুদে গল্প লেখো।

টেক্সি চালক রাসেল আগ্রাবাদের মোড়ে যাত্রী নামিয়ে হালিশহরের পেট্রলপাম্পে চলে গেল। পেছনে চোখ পড়তেই যাত্রী সিটে দেখতে পায় টাকার ব্যাগ ....

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর: 'সততা'

আজ সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছিলো। ঘরে বসে থাকলেতো সংসার চলবে না। বাবা-মা, ছেলে মেয়ে নিয়ে আর স্ত্রী রওশনকে নিয়ে তার সংসার। ছেলে-মেয়ের পড়াশোনা খরচ, বাসাভাড়া, বৃদ্ধ বাবার ঔষধ খরচ সামাল দিতে গিয়ে সে হিমশিম খাচ্ছে। অল্প বৃষ্টিতে যেখানে শহরে অনেক স্থানে রাস্তা ডুবে যায়, সেখানে আজকের টানা বর্ষণে সড়কময় নিশ্চিত জলাবদ্ধতা দেখা দেবে। বাসার রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত উঁচু, তবুও ডুবে গেছে। তাই মন সাঁই দিচ্ছিলো না। তবুও জীবিকার তাগিদে বাসার সামনের হাঁটু জল ডিঙিয়ে রাসেল গ্যারেজের দিকে চলে গেল।

গ্যারেজের মালিককে নগদ ভাড়া জমা দিয়ে এই ঘোর বর্ষণে অনেকটা ভাগ্য পরীক্ষার মতোই ড্রাইভাররা টেক্সি নিয়ে বের হয়। রাসেল টেক্সি নিয়ে বহদ্দারহাট ফ্লাইওভারের মোড়ে যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ব্যাগ ও ছাতা সামাল দিয়ে অর্ধভেজা একজন রাত্রী এসে রাসেলেকে টেক্সির দরজা খুলতে ইশারা করলো। রাসেল টেক্সির দরজা খুলে দিল। লোকটি বলল, আগ্রাবাদ তাও। ফ্লাইওভার দিয়ে টেক্সি ছুটালো আগ্রাবাদের পথে। নিচে থইথই পানি। আখতারুজ্জামান ফ্লাইওভারটাকে মনে হচ্ছিল নদীর উপর নির্মিত দীর্ঘ সেতু।

আগ্রাবাদ মোড় আসলে লোকটি রাসেলকে তিনশো টাকা ধরিয়ে দিয়ে ছাতা মেলে দ্রুত অফিস পাড়ায় চলে গেল। রাসেল যাত্রীর জন্য বসে আছে। পেছনে তাকাতেই যাত্রী সিটে যাত্রীর পড়ে থাকা ব্যাগ দেখতে পেল। ব্যাগটা হাতে নিয়ে মালিককে খোঁজার কথা ভাবতে লাগল। ব্যাগে অনেক টাকা। পঞ্চাশ লাখের বেশি হবে। হাজার টাকার বান্ডিল দেখই তার এই অনুমান। ব্যাগের পকেটে কোন ভিজিটিং কার্ড বা কোন অফিসের তথ্য নেই। যেখানে লোকটি নেমেছে রাসেল সেখানেই টেক্সি নিয়ে বসে থাকে। ভরসা হয়তো লোকটি ফিরে আসবে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে আসছে। রাসেল সাহস করে ব্যাগের পাশে পকেট হাতড়ে একটা চিঠিপেলো। যদিও অন্যের চিঠি পড়তে নেই। তবুও পড়ে যদি কোন ঠিকানা জানা যায়। তাই মনোযোগ দিয়ে চিঠির কথা পড়তে গিয়ে কবিতার মতো লাগছে। মনের অজান্তেই হাসি জেগে ওঠে। চিঠির শেষের দিকে লেখা ছিলো, 'প্রিয় জীবনানন্দ, অনেকদিন তোমাকে দেখিনি। আষাঢ়ের কদমফুল যেমন মেঘ বিজলীর প্রতীক্ষায় থাকে, আমিও প্রতীক্ষার প্রহর গুনে তোমার স্বপ্ন বুনে যাচ্ছি। মন চাইলে নতুন নম্বরে ফোন দিও। নম্বরটি ফোনে সেভ করে নিয়ো। তোমার ফোনের অপেক্ষায় , ইতি ঝরা পালকের তিথি।

এর মধ্যে সন্ধ্যার আঁধার ঘন হয়ে আসছে। চিঠির ফোন নম্বরে রাসেল ফোন দিল। অপর প্রান্ত থেকে হ্যালো শুনে রাসেলের শঙ্ক গলায় যেন পানি পড়লো। কাঁপা কাঁপা গলায় রাসেল বলল,- ম্যাডাম আমি আকাশ সাহেবকে খুঁজতে আপনাকে ফোন করেছি।' খুঁজছেন ভালো কথা, কিন্তু আমার নম্বরে কেন? আকাশ সাহেবের নম্বর না পেয়ে আমি আপনার নম্বরে না পেয়ে আপনার নম্বরে ফোন করেছি। বলে রাসেল সব ঘটনা খুলে বললো। অপর প্রান্ত থেকে জানতে চাইলো, আপনি কোথায় আছেন। রাসেল

Edit with WPS Office

বলল, আমি নিরাপত্তার জন্য আগ্রাবাদ পুলিশ বিটের কাছে অপেক্ষা করছি। ভদ্রমহিলা বলল,আমি আসছি। আপনি পুলিশ বিটের অফিসারকে ফোন দিন। ফোনে কি কথা হচ্ছে, সে কিছুই বঝলো না। তবে ক্ষণে ক্ষণে জী, জী, জী ম্যাডাম কথা গুলো স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পুলিশের একটি গাড়ি এসে থামলো। গাড়ি থেকে ইউনিফর্ম পরা একজন মহিলা পুলিশ অফিসার নামলেন সাথে নামলেন রাসেলের কাঙ্ক্ষিত সেই যাত্রী। সবাই দাঁড়িয়ে গেলেন। বিট অফিসার বলল,- ম্যাডাম উনিই রাসেল।

রাসেল ব্যাগটি মালিকের হাতে তুলে দিল। বলল আপনার সব ঠিক আছে কিনা দেখে নিন। সাথে থাকা ভদ্রমহিলাটি বললেন, দেখতে হবে না। আপনাকে আমাদের সাথে যেতে হবে। রাসেল ভাবলো বড় কোনো বিপদে জড়িয়ে গেল। তার চেহারায় বিষণ্নতা দেখে মহিলাটি বলল ঠিক আপনাকে যেতে হবে না। আপনার বাসায় কে কে থাকেন? রাসেল বলল, বাবা-মা, স্ত্রী ও দুই সন্তান। গাড়িতে উঠুন, আমার স্বমী আনন্দের যে উপকার করেছেন, আমরাই আপনার বাসায় যাবো। গাড়ি থেকে নেমে তাঁরা সোজা ঘরে ঢুকে পড়লো।

গরিবের বাসায় আগত সম্মানিত অতিথিদের কিভাবে কি করবে রাসেল বুঝতে পারছে না। আনন্দ রাসেলের বাবার সাথে পুরো ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করলেন। বাবার বুক গর্বে ভরে উঠলো। কথা প্রসঙ্গে তার বাবা বললেন,- এস এস সি তে ভালো ফলাফল করলেও আমি আর তাকে পড়াতে পারিনি। টেক্সি চালিয়ে সংসারের হাল ধরেছে। আনন্দ বলল, আপনার ছেলেকে আমি আর টেক্সি চালাতে দেবো না। সে আমার অফিসে চাকরি করবে। এতে আপনি অনুমতি না দিলে আমি খুব কষ্ট পাবো।

রাসেলের রান্না ঘরে তার স্ত্রীর সাথে করতে করতে তিথি জানালো গত সপ্তাহে তাদের বিয়ে হয়েছে। পুলিশের চাকরিতে কর্মঘণ্টা বলে কিছু নেই। ব্যস্ততার জীবন। বিয়ের পর এই প্রথম তারা বাইরে কারো বাসায় আসার সময় পেলো। রাতের খাবারের জন্য রাসেলের স্ত্রী রৌশন জোর আবদার করলে। ছোট বোন অন্যদিন এসে সময় নিয়ে খেয়ে যাবো। শুধু চ-বিস্কুট খেয়েই তিথি ও আনন্দ শ্রাবণের বর্ষণমুখর রাতে বেরিয়ে পড়ল।

গাড়ি ফ্লাইওভার দিয়ে চলছে। জানালার কাঁচে বৃষ্টির হিম এসির বাতাসে জলকণা জমে বাহিরটা আরও আড়াল করে দিল। সে জলকণায় হাত ভিজিয়ে তিথি আনন্দের মুখে স্নিগ্ধতা মেখে দিল। তারপর বলল, রাসেলের মতো তুমিও আমার সৎ ও লক্ষ্মী স্বামী হবে। আনন্দ সম্মতির হাসি দিয়ে তিথির হাত চেপে ধরলো। ঘন ঘোর শ্রাবণরজনী তাদের দাম্পত্য জীবন স্বপ্নের পরিকল্পনার সাক্ষী হয়ে বিজলী হাসি ছড়ালো। সেই আলোতে তিথি দেখলো, ফ্লাইওভার থেকে গাড়ি তার বাসার গন্তব্যের পথেই চলছে।

পরদিন সকালে প্যান্ট শার্টের সাথে সু পরে রাসেল আগ্রাবাদের আনন্দ গ্রুপ অফ কোম্পানিতে চাকরি জীবন শুরু করল।

Edit with WPS Office